

# **া** মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৫১৯৩

পর্ব-২৬: মন-গলানো উপদেশমালা (كتاب الرقاق)

পরিচ্ছেদঃ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

اَلْفَصِيْلُ الثَّنَفْ

### আরবী

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَتَجَشَّأُ فَقَالَ: «أَقْصِرْ مِنْ جُشَائِكَ فَإِنَّ أَطْوَلَ النَّاسِ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَطْوَلُهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا» . رَوَاهُ فِي «شرح السّنة» . وروى التِّرْمِذِي نَحوه

ضعيف ، رواه البغوى فى شرح السنة (14 / 250 تحت 4049) بلا سند عن يحيى البكاء عن ابن عمر ، و اسنده الترمذى (2478) وقال :" حسن غريب " و سنده ضعيف ـ \* يحيى البكاء ضعيف و للحديث شواهد ضعيفة عند ابن ماجم (3351) وغيره ـ

#### বাংলা

৫১৯৩-[৩৯] ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) এক ব্যক্তিকে ঢেকুর দিতে শুনে বললেন: তোমার ঢেকুর কম করো। কেননা কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তিই খুব বেশি ক্ষুধার্ত হবে, যে দুনিয়াতে খুব বেশি পরিতৃপ্ত হয়েছে। (শারহুস্ সুন্নাহ্, আর তিরমিযীও অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করেছেন।)

## ফুটনোট

হাসান : তিরমিয়ী ২৪৭৮, সিলসিলাতুস সহীহাহ ৩৪৩, শুআবুল ঈমান ৫৬৪২, আল মুজামুল কাবীর লিত্ব তবারানী ৬০৬০।

#### ব্যাখ্যা



ব্যাখ্যা :(تَجَنَّأَرَجُلٌ) অর্থাৎ এক ব্যক্তি পেট ভর্তি করে খাবার খেয়ে আল্লাহর নবী (সা.) -এর সামনে তৃপ্তির ঢেকুর ছাড়ে।

'আল্লামাহ্ তুরিবিশতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : লোকটির নাম হলো, আবূ জুহায়ফাহ্ আস্ সুওয়ায়ী।

(کُفَّ عَنَّا جُسْءَكَ) এখানে অধিক পরিতৃপ্ত হয়ে ভক্ষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিয়ামত দিবসে তার ক্ষুধার্ত অবস্থা অধিক দীর্ঘ হবে এ কারণে যে, সে ব্যক্তি দুনিয়াতে অধিক পেট পুরে খাবার গ্রহণ করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, নবী (সা.) -এর এ কথা শ্রবণ করার পর আবৃ জুহায়ফাহ্ কখনো পেট পুরে খাবার খায়নি। বরং রাতে খেলে দুপুরে খেতেন না। আর দুপুরে খেলে রাতে খেতেন না। (বায়হাকী)

ইবনু আবুদ দুন্ইয়ার বর্ণনায় আছে, "এরপর ত্রিশ বছর যাবৎ আমি পেট পুরে খাবার গ্রহণ করিনি।" (তুহফাতুল আহওয়াযী ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা, ২৪৭৮; মিরকাতুল মাফাতীহ)

হাদিসের মান: হাসান (Hasan) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি 🛘 বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন